**প্রেস রিলিজ**

**বিল্ড/১০/২০২৪/৩০১** তারিখ: ২০ অক্টোবর ২০২৪

**প্রাপক:** নিউজ এডিটর / চিফ রিপোর্টার / অ্যাসাইনমেন্ট এডিটর / বিজনেস পেজ ইন-চার্জ

**শিরোনাম:** **পোস্ট-গ্রাজুয়েশন পরবর্তী বাণিজ্য প্রতিযোগী সক্ষমতা অর্জনে ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া সহজীকরণ অপরিহার্য**

বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড) এর ১১তম ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ব্যবসা শুরুর জন্য প্রয়োজনীয় নিবন্ধন, লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং পোস্ট-গ্রাজুয়েশন পরবর্তী বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য নগদ প্রণোদনার বিকল্প নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এ সভাটি গত ২০ অক্টোবর বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাং সেলিম উদ্দিন এবং মেট্রোপলিটন চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর সভাপতি কামরান টি. রহমান যৌথভাবে সভাপতিত্ব করেন।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ওয়ার্কিং কমিটির কো-চেয়ার চীনের সাথে ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট (FTA) চূড়ান্ত করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়াও, তিনি বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে [যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর (আরজেএসসি)](https://roc.gov.bd/) -এর পরিষেবাগুলোকে সুবিন্যস্ত করার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষভাবে জোর দেন। উপরন্তু, তিনি স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে ট্রেড লাইসেন্স প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে পাঁচ বছরের ট্রেড লাইসেন্স প্রদান এবং নবায়ন প্রক্রিয়া দ্রুত বাস্তবায়নের আহ্বান জানান, যাতে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা সহজ এবং স্থানীয় উদ্যোগ গুলোকে যথাসম্ভব সহায়তা করা যায়। বিল্ড-এর সিইও ফেরদৌস আরা বেগম ১০ম ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ওয়ার্কিং কমিটির সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন উপস্থাপনের প্রেক্ষিতে বাণিজ্য সচিব আরজেএসসিকে আরও ব্যবসায় সহায়ক করার জন্য প্রয়োজনীয় যেকোন সুপারিশ প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন।

"স্থানীয় সরকার আইন-২০০৯-এর অধীনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ট্রেড লাইসেন্স প্রদানের যৌক্তিকতা" বিষয়ে গবেষণা উপস্থাপনার সময়, বিল্ডের সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট কানিজ ফাতেমা, দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়া ও অতিরিক্ত ব্যয়সহ ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তির সময় বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা যে প্রতিবন্ধকতাগুলির সম্মুখীন হতে হয় তা তুলে ধরেন। এছাড়াও উপস্থাপনাটিতে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এবংইউনিয়ন পরিষদ)-আইন ২০০৯ বিশ্লেষণ এর অধীনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ট্রেড লাইসেন্স প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ নেই বরং ব্যবসায় হতে কর আদায়ের নির্দেশনা রয়েছে। আইনের বিধানের সাথে প্রয়োগের সমন্বয়ের প্রস্তাবনার পাশাপাশি, ব্যবসার প্রাথমিক নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজ করতে একটি প্রাথমিক অনলাইন ব্যবসায় নিবন্ধন ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হয়, যা একক কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত হবে এবং এক্ষেত্রে সিঙ্গাপুরের মডেল অনুসরণ করা যেতে পারে।

এ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে আনোয়ার পাশা, যুগ্ম সচিব এবং চট্টগ্রাম চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রশাসক, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব এর নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের অন্তর্ভুক্ত করে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনের প্রস্তাব করেন যা বিল্ড কর্তৃক প্রস্তাবিত এ সংক্রান্ত সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা করবে এবং আইনের সাথে

[সাযুজ্য](https://www.english-bangla.com/bntobn/index/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AF) রেখে ট্রেড লাইসেন্স প্রদানের বিষয়টি সহজতর করা এবং একটি একক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ট্রেড লাইসেন্স প্রদানের জন্য একটি ইউনিফাইড সিস্টেম প্রবর্তন করা যায় কিনা তা খতিয়ে দেখে সুপারিশ প্রদান করবে।

উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করে, স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্ম সচিব মোঃ শামসুল হক বলেন, একটি কর্তৃপক্ষ হতে ব্যবসায় নিবন্ধন প্রাপ্তি ও নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজ করার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাগুলির মধ্যে প্রাপ্ত রাজস্ব যথাযথ ভাবে বন্টন ব্যবস্থার উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে।

বিল্ড-এর সিইও "পোস্ট-এলডিসি সময়ে রপ্তানি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ও সহায়ক নীতিমালা" নিয়ে একটি গবেষণাপত্র উপস্থাপনায় বলেন যে, WTO এর নিয়ম অনুযায়ী, এলডিসি-উত্তরণ পরবর্তী সময়ে নগদ প্রণোদনা প্রদান করা যাবে না। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে ফেব্রুয়ারি ও জুন ২০২৪-এ দুবার নগদ সহায়তা সুবিধা হ্রাস করেছে, যা রপ্তানি খাতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বিভিন্ন দেশের গৃহীত পদক্ষেপ পর্যালোচনার মাধ্যমে তিনি বেশ কিছু উদাহরণ উপস্থাপন করেন যা আর্থিক প্রণোদনার বিকল্প হিসেবে কাজ করতে পারে যেমন; সুলভ হারে ঋণ ও জমি, কর সুবিধা, ডব্লিউটিও অনুযায়ী গ্রিন বক্সের আইটেমগুলির জন্য সহায়তা, বীমা, গবেষণা ও উন্নয়ন, পরিবেশ সুরক্ষা এবং নতুন বাজার ও পণ্য তৈরি। তিনি আরও বলেন, নগদ প্রণোদনার বিকল্প হিসাবে উৎপাদনমুখী প্রণোদনা প্রদানের সাথে সাথে শুল্ক প্রত্যর্পণ সিস্টেমের সহজীকরণ, বিশেষ বন্ডেড ওয়্যারহাউজ ব্যবস্থা, সুদের হার ভর্তুকি, EDF, ব্যাক-টু-ব্যাক এল/সি, রপ্তানিকারকদের ধরে রাখার কোটা, অবকাঠামো ও কমপ্লায়েন্স সম্পর্কিত সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে।

এলএফএমইএবি-এর সদস্য ইবনুল ওয়ারা, এবং বিকেএমইএ-এর পরিচালক, মোস্তফা মুনওয়ার ভূঁইয়া সরকারকে এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন পর্যন্ত নগদ প্রণোদনা সুবিধা অব্যহত রাখার অনুরোধ জানান, যাতে তারা এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন পরবর্তি সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করতে পারে।

এমসিসিআই-এর সভাপতি এবং এ কমিটির কো-চেয়ার কামরান টি. রহমান, সবুজ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য গবেষণা করার প্রস্তাব করেন এবং বলেন যে, বাংলাদেশকে ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০% বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে নিশ্চিত করতে এবং ২০৫০ সালের মধ্যে নেট জিরো অর্জন করতে হবে। এ ব্যাপারে তিনি কর্পোরেট পারচেজ এগ্রিমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক মডেল ব্যবহার করা যেতে পারে বলে মন্তব্য করেন।

ডাঃ মোস্তফা আবিদ খান, সিএম-১, এসএসজিপি, ইআরডি, বিল্ড কর্তৃক উপস্থাপিত গবেষণাপত্রের সাথে সহমত প্রকাশ করে বলেন যে, লাইসেন্স ফি এবং ব্যবসায়ের উপর কর বিষয়টি ভিন্ন, এবং এটিকে সেভাবে ট্যাক্সের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি লাইসেন্স ফিতে কীভাবে কর আরোপ করা হয় সে বিষয়ে উপস্তিথ সকলের নিকট জানতে চান।

মোঃ আনোয়ার হোসেন, ইপিবি-এর ভাইস চেয়ারম্যান, জানান যে, রপ্তানি নীতি ২০২৪-২৭ ইতিমধ্যে গেজেট হয়েছে যেখানে এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন পরবর্তি সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়ার প্রস্তাবনা রয়েছে । নুরুল ইসলাম, সিইও, বিটিএ, উন্নত গ্রিন প্রযুক্তি গ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং এ প্রেক্ষিতে গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড ব্যবহার করার পরামর্শ প্রদান করেন।

অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে এসএমইএফ, বিসিসিআই, ডিসিসিআই, এনবিআর, আরজেএসসি, বিজিএমইএ ও অন্যান্য অংশীজন উপস্থিত ছিলেন।

সৌজন্যান্তে,  
**ফেরদৌস আরা বেগম**  
সিইও, BUILD  
মোবাইল: ০১৭১৪১০২৯৯৪  
ইমেইল: ceo@buildbd.org  
ওয়েবসাইট: [www.buildbd.org](http://www.buildbd.org" \t "_new)